দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি

মূল পাঠ

জযতি ভগবান্‌জিনেন্দ্রো বীতজরামরণজন্মনো যস্য।
জ্ঞানসমুদ্রান্তর্গতমখিলং জগদন্তরীপমিব।। ১
তদনু চিরমপরিমেযশ্চলুক্যকুলবিপুলজলনির্ধির্জযতি।
পৃথিবীমৌলিললাম্নাং যঃ প্রভবঃ পুরুষরত্নানাম্।। ২
শূরে বিদুষি চ বিভজন্‌দানং মানং চ যুগপদেকত্র।
অবিহিতযাথাসংখ্যো জযতি চ সত্যাশ্রযঃ সুচিরম্।। ৩
পৃথিবীবল্লভশব্দো যেষামন্বর্থতাং চিরং যাতঃ।
তদ্‌বংশেষু জিগীষুষু তেষু বহুষ্বপ্যতীতেষু।। ৪
নানাহেতিশতাভিঘাতপতিতভ্রান্তাশ্বপত্তিদ্বিপে নৃত্যদ্‌ভীমকবন্ধখড়্গকিরণজ্বালাসহস্রে রণে।
লক্ষ্মীর্ভাবিতচাপলাপি চ কৃতা শৌর্যেণ যেনাত্মসাদ্ রাজাসীজ্জযসিংহবল্লভ ইতি খ্যাতশ্চলুক্যান্বযঃ।। ৫
তদাত্মজো'ভূদ্রণরাগনামা দিব্যানুভাবো জগদেকনাথঃ।
অমানুষত্বং কিল যস্য লোকঃ সুপ্তস্য জানাতি বপুঃপ্রকর্ষাত্।। ৬
তস্যাভবত্তনুজঃ পোলেকেশী যঃ শ্রিতেন্দুকান্তিরপি।
শ্রীবল্লভো'প্যযাসীদ্‌বাতাপিপুরীবধূবরতাম্।। ৭
যত্ত্রিবর্গপদবীমলং ক্ষিতৌ নানুগন্তুমধুনাপি রাজকম্।
ভূশ্চ যেন হযমেধযাজিনা প্রাপিতাবভৃথমজ্জনং বভৌ।। ৮
নলমৌর্যকদম্বকালরাত্রিস্তনযস্তস্য বভূব কীর্তিবর্মা।
পরদারনিবৃত্তচিত্তবৃত্তেরপি ধীর্যস্য রিপুশ্রিযানুকৃষ্টা।। ৯
রণপরাক্রমলব্ধজযশ্রিযা সপদি যেন বিরুগ্‌ণমশেষতঃ।
নৃপতিগন্ধগজেন মহৌজসা পৃথুকদম্বকদম্বকদম্বকম্।। ১০
তস্মিন্‌সুরেশ্বর বিভূতিগতাভিলাষে রাজাভবত্তদনুজঃ কিল মঙ্গলেশঃ।
যঃ পূর্বপশ্চিমসমুদ্রতটৌষিতাশ্বসেনারজঃপটনির্ম্মিতদিঙ্মিতানঃ।। ১১
স্ফুরন্নযূখৈরসিদীপিকাশতৈর্ব্যুদস্য মাতঙ্গতমিস্রসঞ্চযম্।
অবাপ্তবান্‌যো রণরঙ্গমন্দিরে কটচ্ছুরিশ্রীললনাপরিগ্রহম্।। ১২

Scanned with CamScanner

পুনরপি চ জিঘৃক্ষোঃ সৈন্যমাক্রান্তসালং রুচিরবহুপতাকং রেবতীদ্বীপমাশু
সপদি মহদুদবত্তোয়সংক্রান্তবিম্বং বরুণবলমিবাভূদাগতং যস্য বাচা।। ১৩
তস্যাগ্রজস্য তনয়ে নহুষানুভাবে লক্ষ্ম্যা কিলাভিলষিতে পুলিকেশিনাম্নি।
সাসূয়মাত্মনি ভবন্তমতঃ পিতৃব্যং জ্ঞাত্বাপরুদ্ধচরিতব্যবসায়বুদ্ধৌ।।১৪
স যদুপচিতমন্ত্রোৎসাহশক্তিপ্রযোগক্ষপিতবলবিশেষো মঙ্গলেশঃ সমন্তাত্।
স্বতনয়গতরাজ্যারম্ভযত্নেন সার্দ্ধং নিজমতনু চ রাজ্যং জীবিতং চোজ্ঝতি স্ম।। ১৫
তাবচ্ছত্রভঙ্গে জগদখিলমরাত্যন্ধকারোপরুদ্ধং
যস্যাসহ্যপ্রতাপদ্যুতিততিভিরিবাক্রান্তমাসীত্ প্রভাতম্।
নৃত্যদ্বিদ্যুত্পতাকৈঃ প্রজবিনি মরুতি ক্ষুণ্ণপর্যন্তভাগৈর্গর্জদ্ভির্বারিবাহৈরলিকুলমলিনং
ব্যোম জাতং কদা বা।। ১৬
লব্ধা কালং ভুবমুপগতে জেতুমাপ্পায়িকাখ্যে গোবিন্দে চ দ্বিরদনিকরৈরুত্তরাং ভৈমরথ্যাঃ।
যস্যানীকৈর্যুধি ভয়রসজ্ঞত্বমেকঃ প্রযাতস্তত্রাবাপ্তং ফলমুপকৃতস্যাপরেণাপি সদ্যঃ।। ১৭
বরদাতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গবিলসদ্ধংসাবলীমেখলাং বনবাসীমবমৃদ্নতঃ সুরপুরপ্রস্পর্ধিনীং সম্পদা।
মহতা যস্য বলার্ণবেন পরিতঃ সঞ্ছাদিতোর্বীতলং স্থলদুর্গং জলদুর্গতামিব গতং
তত্তত্ক্ষণে পশ্যতাম্।। ১৮
গঙ্গালূপেন্দ্রা ব্যসনানি সপ্ত হিত্বা পুরোপার্জিতসম্পদোঽপি।
যস্যানুভাবোপনতাঃ সদাসন্নাসন্নসেবামৃতপানশৌণ্ডাঃ।। ১৯
কোষ্ণেষু যদাদিষ্টচণ্ডদণ্ডাম্বুবীচিভিঃ।
উদস্তাস্তরসা মৌর্যপল্বলাম্বুসমৃদ্ধয়ঃ।। ২০
অপরজলধের্লক্ষ্মীং যস্মিন্পুরীং পুরভিত্প্রভে মদগজঘটাকারৈর্নাবাং শতৈরবমৃদন্তি।
জলদপটলানীকাকীর্ণন্নবোত্পলমেচকং জলনিধিরিব ব্যোম ব্যোম্নঃ সমো'ভবদম্বুধিঃ।। ২১
প্রতাপোপনতা যস্য লাটমালবগুর্জরাঃ।
দণ্ডোপনতসামন্তচর্যাচার্যা ইবাভবন্।। ২২
অপরিমিতবিভূতিস্ফীতসামন্তসেনামুকুটমণিময়ূখাক্রান্তপাদারবিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানীকবীভত্সভূতো ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ।। ২৩
ভুবমুরুভিরনীকৈঃ শাসতো যস্য রেবাবিবিধপুলিনশোভাবন্ধ্যবিন্ধ্যোপকণ্ঠঃ।
অধিকতরমরাজত্ত্বেন তেজোমহিম্না শিখরিভিরিভবর্জ্যো বর্ত্মনা স্পর্ধযেব।। ২৪
বিধিবদুপচিতাভিঃ শক্তিভিঃ শক্রকল্পস্তিসৃভিরপি গুণৌঘৈঃ স্বৈশ্চ মাহাকুলাদ্যৈঃ।
অগমদধিপতিত্বং যো মহারাষ্ট্রকাণাং নবনবতিসহস্রগ্রামভাজাং ত্রযাণাম্।। ২৫
গৃহিণাং স্বগুণৈস্ত্রিবর্গতুঙ্গা বিহিতান্যক্ষিতিপালমানভঙ্গাঃ।
অভবন্নুপজাতভীতিলিঙ্গা যদনীকেন সকোশলাঃ কলিঙ্গাঃ।। ২৬
পিষ্টং পিষ্টপুরং যেন জাতং দুর্গমদুর্গমম্।।
চিত্রং যস্য কলের্বৃত্তং জাতং দুর্গমদুর্গমম্।। ২৭
সন্নদ্ধবারণঘটাস্থগিতান্তরালং নানাযুধক্ষতনরক্ষতজাঙ্গরাগম্।

Scanned with CamScanner

আসীজ্জলং যদবমর্দিতমভ্রগর্ভং কৌণালমম্বরমিবোর্জিতসান্ধ্যরাগম্।। ২৮
উদ্ধূতামলচামরধ্বজশতচ্ছত্রান্ধকারৈর্বলৈঃ
শৌর্যোত্সাহরসোদ্ধতারিমথনৈর্মৌলাদিভিঃ ষড়্বিধৈঃ।
আক্রান্তাত্মবলোন্নতিং বলরজঃসঞ্ছন্নকাঞ্চীপুর-
প্রাকারান্তরিতপ্রতাপমকরোদ্যঃ পল্লবানাং পতিম্।। ২৯
কাবেরীদৃতশফরীবিলোলনেত্রা চোলানাং সপদি জযোদ্যতস্য যস্য।
প্রশ্চোতন্মদগজসেতুরুদ্ধনীরা সংস্পর্শং পরিহরতি স্ম রত্নরাশেঃ।। ৩০
চোলকেরলপাণ্ড্যানাং যো'ভূত্তত্র মহর্দ্ধযে।
পল্লবানীকনীহারতুহিনেতরদীধিতিঃ।। ৩১
উত্সাহপ্রভুমন্ত্রণাশক্তিসহিতে যস্মিন্সমস্তা দিশো
জিত্বা ভূমিপতীন্বিসৃজ্য মহিতানারাধ্য দেবদ্বিজান্।
বাতাপীং নগরীং প্রবিশ্য নগরীমেকামিবোর্বীমিমাং
চঞ্চন্নীরধিনীলনীরপরিখাং সত্যাশ্রযে শাসতি।। ৩২
ত্রিংশত্সু ত্রিসহস্রেষু ভারতাহবাদাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু।। ৩৩
পঞ্চাশত্সু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্।। ৩৪
তস্যাম্বুধিব্রযনিবারিতশাসনস্য সত্যাশ্রযস্য পরমাপ্তবতা প্রসাদম্।
শৈলং জিনেন্দ্রভবনং ভবনং মহিম্নাং নির্মাপিতং মতিমতা রবিকীর্তিনেদম্।। ৩৫
প্রশস্তের্বসতেশ্চাস্যা জিনস্য ত্রিজগদ্গুরোঃ।
কর্তা কারযিতা চাপি রবিকীর্তিঃ কৃতী স্বযম্।।৩৬
যেনাযোজি নবে'শ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজযতাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ।। ৩৭

আলোচনা

প্রাপ্তিস্থান - কর্ণাটক রাজ্যের বিজাপুর জেলার হুন্গুন্দ্তালুকে আইহোল। সেখানে মেগুতি মন্দিরের একটি প্রস্তরফলকে ঊনিশ পঙ্ক্তির এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

লিপি - কন্নড়।

ভাষা - সংস্কৃত।

কাল - ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়বস্তু - চালুক্য বংশের পুরুষানুক্রম বর্ণনার পর ঐ বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কীর্তিকাহিনীকে শিষ্টকাব্যসুলভ সালংকার রীতিতে পরিবেশন করেছেন জৈন কবি রবিকীর্তি। অভিলেখের শেষে জানিয়েছেন যে জিনের এই আলয় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রশস্তি তাঁরই রচনা।

Scanned with CamScanner

সাধারণ আলোচনা ও গুরুত্ব - চালুক্যগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং দেশীয় কন্নড় বংশ থেকে তাঁদের উদ্ভব হয়েছিল - এমনটাই পণ্ডিতদের অভিমত। Yuan Chwangবলেছেন দ্বিতীয় পুলকেশী জন্মগত ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অভিলেখ থেকে জানা যায় চালুক্যদের সাধারণ বিরুদ বা উপাধি ছিল পৃথিবীবল্লভ। এখানে চালুক্যবংশীয় রাজারা এই ক্রমে উল্লিখিত -

জয়সিংহ → তাঁর পুত্র রণরাগ (এঁরা দুজনে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়) → রণরাগের পুত্র প্রথম পুলকেশী (আনু. ৫৩৫ থেকে ৫৬৬ খ্রি.) → তাঁর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মা (৫৬৬ খ্রি. থেকে ৫৯৮ খ্রি.) → তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ (৫৯৮ খ্রি. থেকে ৬২০ খ্রি.) → দ্বিতীয় পুলকেশী (৬২০-২১ খ্রি. থেকে ৬৪২ খ্রি.)।

চালুক্য এই বংশনামটি অন্য নানা রকম ভাবেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়, যেমন, চলুক্য, চলিক্য। পুলকেশী এই অভিধারও বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় - পোলেকেশী, পুলিকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশী সত্যাশ্রয় এই বিরুদ দ্বারাই বেশী জনপ্রিয় ছিলেন মনে হয়। পুলকেশী একটি সঙ্কর শব্দ, যার অর্থ ব্যাঘ্রকেশ। চালুক্যগণ আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে পরিযায়ী এক জাতি ছিলেন বলে মনে করা হয়। উত্তরকালীন অভিলেখ অনুসারে অযোধ্যা ছিল তাঁদের আদিভূমি। Smith মনে করেন, চালুক্যেরা গুর্জরদের শাখা এবং তাঁরা রাজপুতানা থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রমুখ মনে করেন, এঁরা কানাড়ীজাতীয়। চালুক্যদের সাধারণ উপাধি ছিল পৃথিবীবল্লভ।

এই অভিলেখে চালুক্য বংশের যে প্রাচীন রাজারা উল্লিখিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জয়সিংহ ও রণরাগের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীবল্লভ উপাধিধারী পরাক্রান্ত রাজা প্রথম পুলকেশীই বাতাপী নগরীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাতাপী হল কর্ণাটকের বিজাপুরজেলার বাদামি নগর।

প্রথম পুলকেশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিবর্মাই ছিলেন চালুক্যদের উন্নতির প্রধান স্থপতি। ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলের প্রায় সব স্থান তিনি জয় করেন। উত্তরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তিনি অভিযান করেন। দক্ষিণ ভারতে চোল, কেরল, পাণ্ড্য ইত্যাদি, পূর্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ তাঁর দ্বারা বিজিত হয়। গঙ্গ ও দ্রাবিড়গণ তাঁর অধীন হয়। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের অংশবিশেষ তিনি অধিকার করেন। তবে আলোচ্য প্রশস্তিতে তাঁকে বিশেষ ভাবে নল, মৌর্য ও কদম্বদের ধ্বংসকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। Fleet-এর মতে নলগণ নলবাদি জেলার শাসক ছিলেন। কর্ণাটকের বেলারি ও অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল জেলার অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি নল অভিলেখ উড়িষ্যার কেওঞ্ঝর জেলার জয়পুরে পোডাগড় পাহাড়ে আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয়, নলবংশ কলিঙ্গে রাজত্ব করতেন এবং পরে চালুক্য বংশের বিস্তারের ফলে সেখানে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। বেরারের রিথপুরেও কোনো এক নলরাজার অভিলেখ পাওয়া গেছে, যা থেকে বোঝা যায় ঐ অঞ্চলও নলেদের অধীন ছিল। মৌর্যগণ উত্তর কোঙ্কণের শাসক ছিলেন। অভিলেখের

Scanned with CamScanner

নবম শ্লোকে বলা হয়েছে প্রথম পুলকেশী তাঁদের পরাজিত করেন। কদম্বগণ বেলগাঁও এবং ধারওয়ার জেলার পশ্চিমে ও উত্তর কানাড়া জেলার পূর্ব দিকে রাজত্ব করতেন। কীর্তিবর্মা যে কদম্বরাজকে পরাজিত করেন, তিনি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কৃষ্ণবর্মা। মনে হয় মঙ্গলেশের মৃত্যুর পর অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই সব গোষ্ঠী আবার স্বাধীন হয়েছিল। কারণ পরে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছেও এরা পরাজয় স্বীকার করে।

কীর্তিবর্মা যখন মারা যান, তখন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী নাবালক। তাই তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অন্য আকর থেকে জানা যায়, তিনি স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু দানপত্র প্রচার করেছিলেন। এই অভিলেখের বর্ণনা অনুসারে তিনি পরাক্রান্ত বিজেতা ছিলেন। সমকালীন গ্রন্থাদিতেও এর সমর্থন আছে। তবে তাঁকে যে পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের অন্তর্বর্তী সমগ্র স্থানের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর বলা হয়েছে, তা সত্য নয় বলেই মনে হয়। আলোচ্য অভিলেখে বলা হয়েছে তিনি রেবতীদ্বীপ জয় করেন। ইদানীন্তন মহারাষ্ট্রের বেংগুর্লা থেকে ৮ মাইল দূরে গোয়ার কাছাকাছি অবস্থিত রেভি নামক স্থানের সঙ্গে একে শনাক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলেশ কটচ্ছুরি(কলচুরি)রাজের শ্রী হরণ করেন। অবশ্য ঐ রাজার নাম এখানে উল্লিখিত হয়নি। অন্য আকর থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন আদি কলচুরি (হৈহয়) বংশীয় শঙ্করগণের পুত্র বুদ্ধরাজ। তিনি যেহেতু গুজরাত ও মালবে রাজত্ব করতেন, তাই মনে হয় যে মঙ্গলেশ ঐ দুই স্থান আক্রমণ করেন। প্রায় ৬০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলা তাঁদের অধিকারভুক্ত ছিল।

আলোচ্য প্রশস্তি থেকে মনে হয়, দ্বিতীয় পুলকেশী প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও মঙ্গলেশ সিংহাসনের অধিকার ছাড়েননি। বরং নিজের পুত্রের জন্য রাজ্যটি সংরক্ষণের বাসনা ছিল তাঁর। অভিলেখের *অপরুদ্ধচরিতব্যবসায়বুদ্ধৌ* (অপরুদ্ধ=অপরোধ, নির্বাসন; সেই বিষয়ের চরিত=আচরণ, বিধান; তাতে ব্যবসায়=নিশ্চয় যাঁর, তাঁ-তে) এই পদ থেকে মনে হয়, পুলকেশীকে তিনি রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন, অথবা তাঁর অনিষ্টবুদ্ধির কথা আগেই অনুমান করে দ্বিতীয় পুলকেশী নিজেই প্রতিবেশী রাজপুত্রদের কাছে গিয়ে পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য চান। কোনো ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও জয়ী হন। মঙ্গলেশ কেবল রাজ্যই নয় প্রাণও ত্যাগ করেন। রাজশক্তির যে তিনটি উপাদানের কথা রাজনীতিতে বলা হয়, অর্থাৎ প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি, তাদের মধ্যে প্রভুশক্তি বাদে বাকি দুটি পুলকেশীর ছিল। প্রভুশক্তি হল সিংহাসনাভিষিক্ত রাজার পদাধিকারজাত শাক্তি (power of great position)। উত্তম মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় নিহিত শক্তি হল মন্ত্রশক্তি (power of good counsel)। স্বকীয় উৎসাহ থেকে উদ্ভূত শক্তি হল উৎসাহশক্তি (power of energy)। গজেন্দ্রগদকর ও কর্মারকরের মতে অবশ্য প্রভুশক্তি হল স্ব-গত চৌম্বক শক্তি (power of personal magnetism)। সেটি পুলকেশীর সহজাত ছিল বলে বাকি দুটি শক্তি তাঁকে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। মঙ্গলেশের প্রভুশক্তি থাকলেও অন্য দুটি

Scanned with CamScanner

শক্তিতে তিনি পুলকেশীর চেয়ে ন্যূন ছিলেন। তাছাড়া পুলকেশীকে লক্ষ্মীর অভিলষিত বলা হয়েছে বলে ফ্লিট মনে করেন তিনি প্রজাদের কাছেও ইষ্টতর ছিলেন। কারো কারো মতে মঙ্গলেশ ও পুলকেশীর গৃহযুদ্ধ ঘটলে কীর্তিবর্মা ও মঙ্গলেশের শৌর্য দ্বারা বশীভূত প্রজাদের আনুগত্য পুলকেশী হারিয়েছিলেন। পুলকেশী যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হন তখন সারা দেশে অরাজকতা। চালুক্যদের নিজেদের অধিষ্ঠান বিজাপুরেই পরিস্থিতি তখন বিপৎসঙ্কুল। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামে দুই রাজা ভৈমরথী (বর্তমান ভীমা) নদীর উত্তর দিক পর্যন্ত অভিযান করেন। পুলকেশী গোবিন্দকে পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আপ্পায়িককে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। এঁদের দুজনের পরিচয় জানা যায় না।

নিজের ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে পুলকেশী দিগ্বিজয়ে নির্গত হলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে বরদা নদী বলয়িত কদম্ব-রাজধানী বনবাসীর অবরোধ। এটি ছিল একটি স্থলদুর্গ। উত্তর কানাড়া জেলায় এর অবস্থান। বরদা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ দিকের উপনদী। এখনো এ নদীর প্রাচীন নামটিই বজায় আছে। এর অন্য নাম বেদবতী। উৎপত্তি অনন্তপুরের উত্তরে পশ্চিমঘাট পর্বতে। কারাজগির পূর্ব দিকে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে এর মিলন ঘটেছে। পুলকেশী যে কদম্ব রাজাকে পরাজিত করেন, তিনি ভোগিবর্মার পুত্র বিষ্ণুবর্মা বলে অনুমান করা হয়।

অতঃপর পুলকেশী কর্তৃক দক্ষিণ কর্ণাটকের গঙ্গগণ ও শিমোগা জেলার আলূপগণ পরাজিত হন। প্রাক্তন মহীশূর রাজ্যের সিংহভাগ জুড়ে থাকা গঙ্গবাদি দেশ ছিল গঙ্গদের রাজ্য। রাজধানী তালকদ। পুলকেশীর দ্বারা পরাজিত গঙ্গরাজকে দুর্বিনীত কোঙ্গনিবৃদ্ধ (৬০৫-৬৫০ খ্রি.) বলে মনে করা হয়। যুদ্ধের পরে তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে পুলকেশীর বিবাহ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আলূপগণ সম্ভবতঃ মালাবারের নাগ-শাসকদের শাখা। দক্ষিণ কানাড়ার তুলুবরাজ্যে তাঁরা শাসন করতেন। উদিপির দক্ষিণে উদয়বর নগরে তাঁদের রাজধানী ছিল। ছয় হাজার প্রদেশ তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এঁরা শিবের উপাসক ছিলেন এবং খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে কোনো সময়ে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। Ptolemy খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে Oloikhora (আলুবখের) নামে স্থানের উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি অভিলেখ থেকে মনে হয়, আলূপেরা পশ্চিম উপকূলের শাসক ছিলেন। প্রথমে পশ্চিম চালুক্য বংশের কীর্তিবর্মার কাছে ও তারপর দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তাঁরা পরাজিত হন। গুণসাগর (৬৫০ খ্রি. আশেপাশে) চালুক্যদের অধীনে বনবাসীর শাসক ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রথম চিত্রবাহন (আনুমানিক ৬৭৫-৭০০ খ্রি.) ছিলেন প্রথম শক্তিশালী আলূপরাজ। উদয়বর নগরে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রাথমিক সাফল্য পান। এই যুদ্ধ অবশ্য ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল।

অতঃপর পুলকেশী কোঙ্কণের মৌর্যদের পরাভূত করেন। রণতরীর দ্বারা তিনি পশ্চিম সমুদ্র ও পুরী নগরী অবরুদ্ধ করেছিলেন। পুরী তাঁদের রাজধানী ছিল বলে মনে হয়। এই

Scanned with CamScanner

পুরীর আধুনিক অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। কেউ বলেন এটি ঘারাপুরী, কেউ বা মুম্বইয়ের নিকটস্থ এলিফ্যান্টা, কেউ আবার জাঞ্জিরের সন্নিহিত রাজপুরী।

এর পরে উত্তর দিকে অভিযান করে পুলকেশী লাট, মালব আর গুর্জরদের পরাজিত করেন। প্রাচীন গুর্জর বংশ ভরুকচ্ছে (আধুনিক ব্রোচ) রাজত্ব করত। এই বংশ ছিল রাজপুতানার মন্দোরীয় গুর্জরদের শাখা। এই সময় থেকেই লাটদেশে ক্ষুদ্র চালুক্য বংশের শাসন শুরু হয়। আলোচ্য অভিলেখে বলা হয়েছে

প্রতাপোপনতা যস্য লাটমালবগুর্জরাঃ ।
দণ্ডোপনতসামন্তচর্যাচার্যা ইবাভবন্ ।।

এই উক্তি থেকে মনে হয় এঁরা কৌটিল্যকথিত দণ্ডোপনত সামন্ত ছিলেন। এই সামন্তগণ ভৃত্যভাবি-সামন্তের বিশেষ একটি প্রকার (The *bhṛtyabhāvins* are so called on account of their subordinate position, making them liable to carry out the dictates of the *vijigīṣu*. – *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, p.59; *Kauṭilīyam Arthaśāstram*, Vol. II –ed. Manabendu Bandyopadhyay Śāstrī, p.362, f.n.12)। শ্রীমূলা টীকায় বলা হয়েছে, *"স্বয়মুপনতঃ স্বয়মেবোপগম্যাশ্রয়ী প্রতাপোপনতো বা প্রতাপপ্রণতো বেতি দ্বিরূপো দণ্ডোপনত ইতি"*।

পুলকেশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করা। প্রশস্তিতে বলা হয়েছে *"ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ"*। উত্তরকালীন চালুক্য অভিলেখগুলিতে *সকলোত্তরাপথনাথ* হর্ষের এই পরাজয়ের সাহঙ্কার উল্লেখ রয়েছে। অনুমান করা হয়, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়েছিল। পুলকেশী বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীতে রেবা ও নর্মদা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। Yuan Chwang-এর বিবরণ অনুযায়ী দ্বিতীয় পুলকেশীর নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্রবাসীরা হর্ষবর্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। হর্ষ ও পুলকেশী উভয়েই গুজরাট অধিকার করতে চেয়েছিলেন বলেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয় - এমনই অনুমান করেন পণ্ডিতেরা। হর্ষকে পরাজিত করে পুলকেশী পরমেশ্বর উপাধি ধারণ করেন। পুলকেশীর ছিল বিপুল হস্তিবাহিনী, যার উল্লেখ রবিকীর্তি ২৪তম শ্লোকে কবিসুলভ ভঙ্গীতে করেছেন। হর্ষবর্ধনের পরাজয়ের পরে উত্তর দিক থেকে আর কোনো আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় পুলকেশী বিন্ধ্য থেকে হস্তিসৈন্য প্রত্যাহার করেন। এই যুদ্ধে জয়ী পুলকেশীর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাঁকে মাহাকুল্য ইত্যাদি গুণসমন্বিত ও তিনটি শক্তির অধিকারী বলেছেন। কৌটিল্য রাজার আভিগামিক গুণসমূহ এই ভাবে উল্লেখ করেছেন - *মহাকুলীনো দৈববুদ্ধিসত্ত্বসম্পন্নো বৃদ্ধদর্শী ধার্মিকঃ সত্যবাগবিসংবাদকঃ কৃতজ্ঞঃ স্থূললক্ষো মহোৎসাহোঽদীর্ঘসূত্রঃ শক্যসামন্তো দৃঢ়বুদ্ধিরক্ষুদ্রপরিষত্কো বিনয়কামঃ*। তিনটি শক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে।

এর পরে এই রকম পরিপূর্ণ গুণ ও শক্তির আধার পুলকেশী নিরানব্বই হাজার গ্রাম

Scanned with CamScanner

নিয়ে গঠিত তিনটি মহারাষ্ট্রদেশ জয় করেন। তবে তিনটি মহারাষ্ট্র দেশে নিরানব্বই হাজার গ্রাম ছিল একথা অনেক পণ্ডিতের মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁরা মনে করেন দেশের বিশেষ বিশেষ বিভাগ থেকে যে পরিমাণ কর পাওয়া যায়, সেই অনুসারে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা ঐ সব দেশের নামের সঙ্গে যোগ করা হয় বলে তাঁরা মনে করেন (*Uttankita Sanskrit Vidyā Araṇya Epigraphs*, Vol. IV, Part I, p.490, note 14)।

অতঃপর পুলকেশী কোশল সহ কলিঙ্গ জয় করলেন। এখানে দক্ষিণ কোশলের কথাই বলা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব দিকে মহানদী ও গোদাবরীর মাঝে এই দেশ ছিল। কলিঙ্গের অবস্থান উড়িষ্যার দক্ষিণপূর্বে। প্রাচীন কলিঙ্গনগর, যার আধুনিক নাম মুখলিঙ্গম্, ছিল এর রাজধানী। ঐ সময় কোশল পাণ্ড্যবংশের ও কলিঙ্গ গঙ্গদের অধিকারে ছিল।

সেখান থেকে চালুক্য সেনা উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অভিযান করে গোদাবরী জেলার পিষ্টপুর (গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী আধুনিক পিঠাপুরম্) দুর্গ ও কুণালহ্রদের (পিঠাপুরমের দক্ষিণে এল্লোরের কাছে কোল্লেরু হ্রদ) দ্বীপ বিধ্বস্ত করে। পিষ্টপুরের রাজাকে অপসারিত করে পুলকেশীর ভ্রাতা কুব্জবিষ্ণুবর্ধনকে তাঁর স্থানে অভিষিক্ত করা হয়। ইনিই পূর্বচালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বর্তমান ছিল, তার পরে চোলবংশে মিশে যায়। এল্লোরে বিষ্ণুকুণ্ডিরাজ তৃতীয় বিক্রমবর্মা প্রথমে পুলকেশীকে বাধা দিলেও পুলকেশীর হাতে পরাজিত হন। ফলে অন্ধ্রদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অধিকার চালুক্যদের হাতে আসে।

অতঃপর পুলকেশী মৌল প্রভৃতি ষড়্বিধ বলের সাহায্যে পল্লবরাজকে (প্রথম মহেন্দ্রবর্মা) কাঞ্চীপুরের (আধুনিক তামিলনাড়ুর কাঞ্চীপুরম্) প্রাকারের আড়ালে পাঠিয়ে দেন। এই ছয় রকম বলের কথা কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে*-ও আছে। এগুলি হল মৌলবল, ভৃতকবল, শ্রেণীবল, মিত্রবল, অমিত্রবল, অটবীবল। মূল রাজধানীতে পুরুষানুক্রমে স্থিত পিতৃপিতামহপরম্পরায় প্রাপ্ত সৈন্য মৌলবল। মূল্যের দ্বারা ক্রয় করা বেতনভোগী সৈন্য ভৃতকবল। স্বকীয় শ্রেণীমুখ্যের অধীনে যে সৈন্য যুদ্ধ করে তা শ্রেণীবল। মিত্র বা সামন্ত রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত সৈন্য মিত্রবল। যখন দণ্ডোপনত শত্রুর (অর্থাৎ সৈন্য গচ্ছিত রেখে যে শত্রু সন্ধি করে) কাছ থেকে সৈন্য পাওয়া যায়, অথবা শত্রুর কাছ থেকে জোর করে বা অনুনয় করে সৈন্য নেওয়া হয়, তখন সেই সৈন্যকে অমিত্রবল বলা হয়। আটবিক বা আরণ্য গোষ্ঠীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সৈন্য অটবীবল।

পল্লবরাজার গৌরবহানির পর পুলকেশী কাবেরী নদী (যেটি সহ্যাদ্রি থেকে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তামিলনাড়ুর তিরুচ্চিরপল্লী অতিক্রম করে তাঞ্জোরদ্বীপে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে) পার হয়ে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। প্রবল প্রতিবেশী পল্লবদের প্রতিকূলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই মিত্রতা করা হল। এর আগে চোলেরা পল্লবদের পক্ষে ছিল। এই সঙ্গেই পরিসমাপ্ত হল পুলকেশীর দিগ্বিজয়। দিগ্বিজয়ী পুলকেশী রাজধানী বাতাপী নগরীতে প্রবেশ করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম

Scanned with CamScanner

সাগরের অন্তর্বর্তী দেশ তাঁর অধীন হল। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের লোহর শাসনে তাঁকে পূর্ব ও অপর সমুদ্রের অধিপতি বলা হয়েছে। তবে পল্লবদের উপর তাঁর আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মার হাতে তিনি পরাজিত ও সম্ভবতঃ নিহত হন।

এই অভিলেখের অন্যতম গুরুত্ব নিহিত রয়েছে নির্দিষ্ট কালের এবং দুজন মহাকবির নামের উল্লেখে। বলা হয়েছে, এই প্রশস্তি ৫৫৬ শকাব্দে, মহাভারত যুদ্ধের ৩৭৩৫ পরে অর্থাৎ ৩৭৩৫ কলি অব্দে লেখা হয়েছিল। ৫৫৬ শকাব্দ সাধারণ গণনা অনুসারে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের (৫৫৬+৭৮) সমান। তাই অনেকে মনে করেন, কলি অব্দের প্রারম্ভ সম্পর্কে এই সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতযুদ্ধ শুরু হয়েছিল (*Indian Epigraphy*, p.328)। অবশ্য কলি অব্দের প্রারম্ভ নিয়ে বিতর্কের এখনো অবসান হয়নি। আবার, কালিদাসের কাল নিয়ে যে সব পণ্ডিত আজও দোলাচলচিত্ত, তাঁরাও কিন্তু এই প্রশস্তির প্রমাণকে গ্রাহ্য করে এই বিষয়ে অন্ততঃ একমত যে, তাঁকে কিছুতেই ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের চেয়ে অর্বাচীন বলা যাবে না। একই ভাবে ভারবির কালও খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই স্থাপন করা যায়। রবিকীর্তি ভারবির চেয়ে সামান্য পরবর্তী সমকালীন কবি ছিলেন এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবন্তীসুন্দরীকথাসার গ্রন্থের একটি পুথিতে পাওয়া যাচ্ছে, পূর্বচালুক্য বিষ্ণুবর্ধন, দুর্বিনীত গঙ্গ ও পল্লব সিংহবিষ্ণু দ্বিতীয় পুলকেশীর সমকালীন এবং ভারবিসখা দামোদরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রবিকীর্তি নূতন ভাবে রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে (*নবে'থবিধৌ*) পাষাণময় জিনমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখানে উল্লিখিত *অর্থবিধৌ* শব্দটিতে নিমিত্ত-সপ্তমী স্বীকার করে ডিস্কলকর বলেন, চালুক্য বংশের ইতিহাস নতুনভাবে পর্যালোচনার জন্যই এই প্রশস্তি লেখা হয়েছিল। তিনি মনে করেন, এর আগেও চালুক্য বংশ তথা পৃষ্ঠপোষক পুলকেশীরর কোনো প্রশস্তি কবি লিখেছিলেন। হয়তো সেটির পরিবর্তন পরিমার্জন পরিবর্ধন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

কাব্যরূপে এই প্রশস্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কবি নিজেকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ বলে দাবি করেছেন। তাঁর এই দাবি অবশ্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ দুই কবির কাব্যে প্রযুক্ত বহু শব্দবন্ধ, উপমা ও চিত্রকল্প রবিকীর্তি প্রায় হুবহু কিভাবে ব্যবহার করেছেন, তা *Epigraphia Indica*-র ষষ্ঠ খণ্ডে Kielhorn দেখিয়েছেন। কিন্তু সেখানে শুধু অনুকরণই সার হয়েছে, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কবিপ্রতিভার কোনো স্ফুরণ দেখা যায়নি। তবে যেখানে যেখানে তিনি অনুকরণের পথে না গিয়ে নিজ প্রতিভার উপর নির্ভর করেছেন, সেই সব শ্লোক উত্তম কাব্যের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উদাহরণ হিসেবে প্রশস্তির ১২, ১৩, ১৮,২১,২৩,২৪,২৮ নম্বর শ্লোক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎপ্রেক্ষা (দাক্ষিণাত্যের কবি যে! বাণ তো বলেইছেন - *উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু*) ও যমক নির্মাণে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। এই প্রশস্তির যমক-জমজমাট শ্লোকগুলি হল

Scanned with CamScanner

-১০, ২৭, ৩৭। কবি ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রেও যে পারঙ্গম, তার পরিচয়ও এই প্রশস্তির প্রায় ছত্রে ছত্রে লভ্য। ত্রিবর্গ-ত্রিশক্তি-ষড়্‌বিধ বল, প্রতাপোপনত সামন্ত-দণ্ডোপনত সামন্ত-সপ্ত ব্যসন ইত্যাদির যথাযথ ও সুসঙ্গত উল্লেখ তার প্রমাণ। রবিকীর্তি যে তাঁর সমকালে একজন অগ্রণী কবি ছিলেন, প্রশস্তিটি পড়লে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

Scanned with CamScanner